এভারেস্টে পা

শামীম চৌধুরী

গত বছর আইসিএল-এ যোগ দেয়া ক্রিকেটারদের ফিরিয়ে আনতে বিসিবি'র সর্বশেষ যে কৌশল ব্যর্থ হয়েছে, তা টাকা আয়ের লোভ। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এক বছরে ১৪টি ওয়ানডে খেলার সুযোগ আছে এফটিপিতে, ঐ ১৫টি ম্যাচে পারফর্ম করে পারফরমেন্স বোনাস থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ আয়ের সম্ভাবনা যখন আছে, তখন কেন আইসিএল'এ ঝুঁকে পড়া ? বিসিবি'র ঐ লোভনীয় আহ্বানে সাড়া দেননি শাহরিয়ার নাফিস, অলক কাপালী, হাবিবুল, আফতাবরা। তাদের অনুপস্থিতিতে ধরে আনা ব্যাক আপ বয়েজদের কারো কারো এই বছরে আয় কতো জানেন ? বিসিবি'র বেতন ছাড়া রিয়াদ, নাইমদের পারফরমেন্স বোনাস থেকে আয়ের পরিমাণ ছাড়িয়ে যাচ্ছে ২০ লাখ– সাকিব, তামীম, আশরাফুলদের এক এক জনের বেতন বোনাস মিলিয়ে শুধু বিসিবি থেকেই আয়ের পরিমাণ ছাড়িয়ে যাচ্ছে অর্ধকোটি টাকা!

বছরওয়ারী অর্থ আয়ের হিসাবে বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের এটা একটি রেকর্ড, সন্দেহ নেই। এই পরিমাণ অর্থ আয়ের অন্যতম কারণ, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পারফরমেন্স। এর আগে বছরওয়ারী সাফল্যে বাংলাদেশের সাফল্য ছিল ২০০৬ সাল। এক বছরে ওয়ানডে ক্রিকেটে বাংলাদেশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে রেকর্ড শাহরিয়ার নাফিসের ১০২৮ রান, মাশরাফি'র উইকেট শিকারের সিংহাসন (৫০ উইকেট), দুই বাঁহাতি স্পিনার রাজ (৪৩ উইকেট), রফিকের (৩৩ উইকেট) দ্যুতিতে অন্য উচ্চতায় উঠে আসা বাংলাদেশের সে বছরের সাফল্যাংকে ছিল ২৮ ওয়ানডে ম্যাচে ১৮টি জয়। যে জয়গুলোর মধ্যে ৮টিই শুধু অর্জিত হয়েছে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে।

এফটিপিতে যখন এক বছরে ১৪টি ম্যাচ খেলার সুযোগ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে, তখন বছর শেষে আর একবার সাফল্যের চূড়ায় ওঠার সম্ভাবনা তো হাতছানি দেবেই। স্বপ্নকে হার মানানো তেমন একটি বছর কেটে গেছে সাকিব আল হাসানদের। যে বছরে তিন টেস্টের ২টি জয়ের পাশে ১৯টি ওয়ানডে ম্যাচে ১৪টি জয়! বাজেভাবে শুরু করা বছরটি এতো দারুণভাবে কেটে গেছে, যে সাফল্যে বিস্ময়ের ঘোরে থাকার কথা বাংলাদেশ ক্রিকেটারদের। আশ্চর্য হলেও সত্য, বছর ওয়ারী সাফল্যে আইসিসি'র পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষে বাংলাদেশ (সাফল্যাংক ৭৩.৬৮ শতাংশ)।

বছরের শুরুতে ওয়ানডে'র সেরা অল রাউন্ডারের খেতাব পেয়েছেন, বছর জুড়ে ধরে রেখেছেন সাকিব এই স্বীকৃতি। দারুণভাবে কেটে যাওয়া বছরে ১৯টি ওয়ানডে ম্যাচে ২৬ উইকেটের (গড় ২৪.২৩) পাশে ৬৭১ রান (গড় ৫৬.৬১) ! বোলিং সাফল্যে সেরা ১০-এ (নবম), শীর্ষ ১০ ব্যাটসম্যানের মধ্যেও আছেন তিনি। বাংলাদেশের টানা ৪টি ওয়ানডে সিরিজ জয়ী অধিনায়কের এ সাফল্যের পাশে উচ্চারিত হচ্ছে সফল বাঁহাতি স্পিনার রাজ্জাক রাজের নামও। আইসিসি'র বোলিং নিষেধাজ্ঞায় ৭ মাস এবং ইনজুরির কারণে একটি সিরিজ মিস করা এই বাঁহাতি মাত্র ৮ ম্যাচে শিকার করেছেন ২২ উইকেট (গড় ১৫.০৯)। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজে সর্বোচ্চ ১৫ উইকেট শিকার এবং ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ের রেকর্ডও গড়েছেন এ বছরে। ভাগ্যটা সুপ্রসন্ন থাকলে এ বছরে অনেক উচ্চতায় তুলতে পারতেন রাজ নিজেকে। আইসিসি'র বোলিং নিষেধাজ্ঞায় কেটে যাওয়া ৭ মাসে দর্শকের কাতারে বসে মিরপুর স্টেডিয়ামে দেখতে হয়েছে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে টুর্নামেন্ট এবং জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ, নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দারুণ প্রত্যাবর্তনের পরও হতাশ হতে হয়েছে ইনজুরির কারণে জিম্বাবুয়ে সফর মিস করায়। ক্যারিয়ার সেরা বোলিং (৫/২৯) পারফরমেন্সের বছরে ১২ টি ওয়ানডে ম্যাচে বাইরে কেটে কাটানোর যন্ত্রণা কতোটা কষ্টদায়ক, ৮ ম্যাচে ২২ উইকেটে অন্য উচ্চতায় নিজেকে তুলে সে কষ্টটাই প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন রাজ। ক্যারিয়ারে তো বটেই, বাংলাদেশ ক্রিকেট ইতিহাসে ওয়ানডে'র সর্বোচ্চ ইনিংসটি এসেছে এ বছর, তামীমের ব্যাট থেকে (১৫৪ রান), রেকর্ড ৩২০-এর ইনিংসও গড়েছে এ বছর। আছে ৩ শ' চেজ করে প্রথম জয়ের রেকর্ড, এক ওয়ানডে সিরিজে তিন ব্যাটসম্যানের সেঞ্চুরির দৃষ্টান্ত ও তৈরী হয়েছে বছরটিতে। ওয়ানডে ক্রিকেটে সেরা ইকোনমি বোলিংয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনের বছরে (১০ ওভারে ১৬ রান) ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ইনিংসের রেকর্ডটিও গড়েছেন এ বছর

সাকিব আল হাসান (৩/৮)। প্রতিপক্ষ জিম্বাবুয়ের সঙ্গে ওয়ানডে সিরিজে অবতীর্ণ হওয়ার আগে যার নাম আসে বিবেচনায়, সেই বাঁহাতি স্পিনার এনামুল জুনিয়র ৪ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরেও দারুণ একটি বছর পার করেছেন (৭ ম্যাচে ১৩ উইকেট)। শুধু তাই নয়, ক্যারিয়ার সেরা বোলিং ইনিংসটিও তার এ বছরে (৩/১৬)! প্রতিপক্ষদের কাউকে তিন অংকের নীচে বেঁধে ফেলার অতীত নেই, সেই বাংলাদেশের ইতিহাসই কি না অন্যভাবে লেখা হয়েছে, ৪৪ রানে অল আউটের লজ্জা দিয়েছে সাকিবরা জিম্বাবুয়েকে! বছরের শেষ ম্যাচে নিজের ২৪ তম ওয়ানডে ম্যাচে এসে ক্যারিয়ারে প্রথম ম্যাচ উইনারের ভূমিকায় নাইম ইসলামের অবতীর্ণ হওয়ায় বছরে অতৃপ্তির কিছু থাকেনি। রাজ, সাকিব, এনামুল জুনিয়র– তিন বাঁহাতি স্পিনারের ক্যারিয়ার সেরা বোলিংয়ের বছরে সর্বোচ্চ ইনিংস তামীমের। অনেক রেকর্ডে সমৃদ্ধ বছরটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের ভাবমূর্তিকে সমৃদ্ধ করেছে সন্দেহ নেই। বছরের শুরুতে ওয়ানডে সেরা অল রাউন্ডারের স্বীকৃতি, বছর জুড়ে ঐ সিংহাসনে সাকিব আল হাসানের অধিষ্ঠিত থাকার গর্বের সঙ্গে আইসিসি সেরা টেস্ট টীমে থাকতে পারা এবং উইজডেনের বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটারের সম্মান বাংলাদেশের ক্রিকেট নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে। এক বছরে ৪টি ওয়ানডে সিরিজের ট্রফি'র সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে টেস্ট জয়ের গর্বিত অধ্যায় (২-০) বছরওয়ারী সাফল্যে কতোটা উচ্চতায় উঠিয়ে এনেছে বাংলাদেশকে, তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

তবে এ সাফল্যে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হওয়ার পক্ষে নন বাংলাদেশ অধিনায়ক। বরং এ বছরের সাফল্য নতুন করে ভাবাচ্ছে সাকিবদের। আগামী বছরের শুরুতে মুখোমুখি হতে হচ্ছে ভারত-শ্রীলংকার বিপক্ষে ত্রিদেশীয় ওয়ানডে টুর্নামেন্ট এবং ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে। এছাড়া জানুয়ারীতে নিউজিল্যান্ড সফর ছাড়াও ফেব্রুয়ারীতে খেলতে হবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে হোমে অবতীর্ণ হওয়ার কথা এফটিপি অনুযায়ী। জুন-জুলাইয়ে ইংল্যান্ড সফর, এশিয়া কাপের মতো কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে বাংলাদেশকে। এতোসব ব্যস্ততাই বেশি বেশি ভাবাচ্ছে সাকিবদের– 'আমরা এ বছর খুব ভাল ক্রিকেট খেলেছি। তাই বলে পেছনে তাকানোর সময় নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলতে নামব আমরা, সেখানে ভুলগুলো সংশোধনে কাজ করতে হবে। কারণ, সামনে ভারত এবং শ্রীলংকার সঙ্গে ম্যাচ, তাদের সঙ্গে সহজে রান কিংবা উইকেট পাওয়া সহজ হবে না।

সেরেনার বছর

সাকিব হাসান সবুজ

কোর্টে ফিরেছেন 'টেনিস মাম' কিম ক্লিস্টার্স। যেনতেন প্রত্যাবর্তন নয়, ইউএস ওপেনের শিরোপা জিতে একটা ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন বেলজিয়ামের সাবেক নাম্বার ওয়ান। ঘর-সংসার আর বাচ্চাকাচ্চা সামলানোর পরও যে গ্র্যান্ডস্লাম জেতা যায়, সেটা আরেকবার প্রমাণিত হল ক্লিস্টার্সের সৌজন্যে। তারই স্বদেশী জাস্টিন হেনিনও ফেরার ঘোষণা দিয়েছেন। অল্প বয়সে কোর্ট থেকে বিদায় নেয়ার সিদ্ধান্তটা যে ভুল ছিল তা বুঝতে পেরেছেন সাবেক র‌্যাংকিং শ্রেষ্ঠা। আগামী বছরের গোড়ায় ব্রিসবেন ওপেনেই দেখা যাবে হেনিনকে। তবে সাতটি গ্র্যান্ডস্লামজয়ী তারকার চোখ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। বছরের শেষদিকে টেনিস অঙ্গনে আলোচনার খোরাক ভালই জুগিয়েছেন এ দুই বেলজিয়ান। রাশিয়ার দিনারা সাফিনাকে নিয়ে সরব বেশি নিন্দুকেরা। কোন গ্র্যান্ডস্লাম না জিতেও কি করে তিনি র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে ওঠেন, সেদিকেই আঙুল সবার। ধারাবাহিকতা থাকলেও চূড়ান্ত লড়াইয়ে বরাবরই স্নায়ুর চাপের কাছে নতিস্বীকার করতে হচ্ছে রুশ নন্দিনীকে।

বছর শেষের হিসাব মেলাতে গেলেই যে নামটি সবার আগে এসে যাচ্ছে, তিনি হলেন সেরেনা উইলিয়ামস। চাইলে আত্মজীবনীতে ২০০৯ সালটাকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরতে পারেন এই মার্কিন কৃষ্ণকলি। বড় বোন ভেনাস উইলিয়ামস বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে পড়ছেন কিছুটা ম্রিয়মাণ। কিন্তু সেরেনা যেন অন্য ধাতুতে গড়া। কোর্টে প্রতিপক্ষকে চুরমার করে যিনি মজা পান সবচেয়ে বেশি। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডন জিতেছেন। কাতারের রাজধানী দোহায় সনি এরিকসন চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতে শেষ করেছেন বছর। সাফিনাকে হটিয়ে উঠেছেন র‌্যাংকিংয়ের শীর্ষে। বছরের গোড়ার দিকে মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে ক্যারিয়ারে সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানি আয়ের রেকর্ড গড়েছিলেন। সম্প্রতি এক মৌসুমে

সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানির রেকর্ডটাও নিজের করে নিয়েছেন সেরেনা। 'শেষ ভাল যার, সব ভালো তার'– প্রবাদটি যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে বছরটা তো সেরেনারই।

এতসব অর্জনে যেমন আলোচনায় ছিলেন, তেমনি সমালোচনার তীরেও বিদ্ধ হয়েছেন সেরেনা। ক্লিস্টার্সের বিপক্ষে ইউএস ওপেনের সেমিফাইনালে লাইন্সওম্যানের একটা সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে র‍্যাকেট হাতে তার দিকে তেড়ে যান ছোট উইলিয়ামস। এজন্য জরিমানা তো গুনতেই হয়েছেই, নিষেধাজ্ঞার শংকাও ছিল। তবে খেলোয়াড়ি চেতনাবিরোধী এ কাজের জন্য যে ধিক্কার শুনতে হয়েছে, সেটাই সেরেনার বড় শাস্তি। এ ঘটনার দু'দিন পরই অবশ্য নিজের ভুলের জন্য মাফ চান এই ২৮ বছর বয়সী। কিছুদিন আগে ইএসপিএনের একটি ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় হাজির হয়ে আরেক দফা সমালোচনার মুখে পড়েন সেরেনা। টেনিসের একজন তারকা, যাকে অনুসরণ করবে অনেকেই, তার নিজেকে এমন উপস্থাপন সহজে মেনে নেয়ার মতো নয়। কিন্তু নিন্দুকের কথায় তো আর কান দেয়ার পাত্রী নন সেরেনা। তাই ওই ম্যাগাজিন প্রকাশের দু'দিন পরই জোর গলায় দাবি করলেন, এভাবে নিজেকে তুলে ধরতে তার মোটেও আপত্তি নেই। তাছাড়া নিজের উন্মুক্ত শরীরটাকে শৈল্পিক দৃষ্টিতে দেখছেন সেরেনা। কিন্তু বাকিদেরও তো তার মতো করেই দেখতে হবে!

সমালোচনা যতই হোক, তাতে সেরেনার সাফল্য মোটেও ম্লান হবে না। এ বছরই প্রকাশ পেয়েছে তার নিজের লেখা বই। পাঠকদের আগ্রহই বলে দেয় ১১টি গ্র্যান্ডস্লামজয়ীর আবেদনে তেমন ভাটা পড়েনি। ক্যারিয়ারের দশম ও এগারতম গ্র্যান্ডস্লাম মুকুট জয় করেছেন এ বছরের অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও উইম্বলডনে। এর বাইরে কেবল দোহার শিরোপাটাই গেছে তার শোকেসে। তবে গোটা বছরের পারফরম্যান্স নিঃসন্দেহে ঈর্ষা করার মতো– ৫০ জয়ের বিপরীতে হার ১৩ ম্যাচে। এর আগে ২০০২ সালটাও সেরেনা শেষ করেছিলেন র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে উঠে। তার ক্যারিয়ারের সেরা বছরও সম্ভবত সেটাই। একমাত্র ফরাসী ওপেন, ইউএস ওপেন ও উইম্বলডন শিরোপা জিতেছিলেন তিনি ২০০২-এ। তবে এবার যে পকেটটাও ফুলেফেঁপে উঠেছে সেরেনার!

এ বছরে মেয়েদের টেনিসে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ প্রাইজমানির রেকর্ড গড়া সেরেনার আয় সাড়ে ছয় মিলিয়ন ডলার। আগের রেকর্ডের চেয়ে যা প্রায় ১০ লাখ ডলার বেশি। দোহায় সনি এরিকসন চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে বড় বোন ভেনাসকে হারিয়ে এ কীর্তি গড়েন সেরেনা। দুই বোনের ২৩টি লড়াইয়ে ভেনাসের (১০) চেয়ে তার (১৩) জয়ের পাল্লাটাও আরেকটু ভারি হল। ২০০৭-এ জাস্টিন হেনিন সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলার আয় করে এক মৌসুমে সর্বোচ্চ প্রাইজমানির আগের রেকর্ডটি গড়েছিলেন। এ বছর অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের একক ও দ্বৈতের শিরোপা জিতে পেশাদার মহিলা অ্যাথলেটদের মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাইজমানি আয়ের রেকর্ডটাও নিজের করে নিয়েছিলেন সেরেনা। এ পর্যন্ত তার ক্যারিয়ারে মোট আয় ৩০ মিলিয়ন ডলার ছুঁই ছুঁই করছে। কবে দেখা যাবে বিশ্বের শীর্ষ ধনী মহিলাদের তালিকায় নাম উঠে গেছে সেরেনার।

টেনিসে টাকার জোগান যেভাবে বেড়েছে তাতে এই সম্ভাবনাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ১৯৭১ সালে ১৯টি ইভেন্টের জন্য মোট প্রাইজমানি ছিল তিন লাখ ডলারের কিছু বেশি। ২০০৯-এ এসে ইভেন্ট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৫টিতে। আর প্রাইজমানি ৮৬ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে এক মৌসুমে আয় ছয় অংকে তুলেছিলেন টেনিস গ্রেট বিলি জিন কিং ১৯৭১ সালে। আর ২০০৮ এ সেই মাইলফলক অতিক্রম করেছেন ১৪৩ জন মহিলা খেলোয়াড়। ১৯৭৬ সালে প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হিসেবে ক্যারিয়ারে মোট প্রাইজমানি এক মিলিয়ন ডলার পূর্ণ করেছিলেন ক্রিস এভার্ট। আর দশ মিলিয়ন ডলার প্রাইজমানি আয় করা প্রথম মহিলা খেলোয়াড় হলেন মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। ১৯৮২ সালে উইম্বলডন শিরোপা জিতে এই নাভ্রাতিলোভাই সবচেয়ে বেশি প্রাইজমানি আয়ের রেকর্ড গড়েন, ছাড়িয়ে যান ক্রিস এভার্ট ও জিমি কনোরসকে। এরপর এক মৌসুমে এক মিলিয়ন ও দুই মিলিয়ন ডলার প্রাইজমানি আয়ের নজিরও প্রথম গড়েন নাভ্রাতিলোভা। এরপর একে একে মার্টিনা হিঙ্গিস তিন মিলিয়ন (১৯৯৭), কিম ক্লিস্টার্স চার মিলিয়ন (২০০৩) ও জাস্টিন হেনিন পাঁচ মিলিয়ন (২০০৭) ডলারের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এবার সেরেনা টপকে গেলেন তাদের সবাইকে। ইতিহাসে মাত্র তিনজন মহিলা টেনিস খেলোয়াড় এক মৌসুমে সবচেয়ে বেশি (পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে) আয়ের রেকর্ড গড়েছেন। তারা হলেন নাভ্রাতিলোভা (১৯৮৪), মনিকা সেলেস (১৯৯৩) ও কিম ক্লিস্টার্স (২০০৩)। কোন একদিন এ তালিকায়ও চতুর্থ মানুষটি হয়ে যেতে পারেন সেরেনা।

ক্লিস্টার্সের রাজসিক প্রত্যাবর্তন দেখে এবং হেনিনের ফেরার ঘোষণায় বর্তমান সময়ের তারকাদের অনেকেই শংকিত। অবসর ভেঙে ফিরে সিংহাসনটাই যদি দখল করে নেন তারা! সেই সামর্থ্য ক্লিস্টার্স-হেনিন দু'জনেরই রয়েছে। টেনিস ইতিহাসের তৃতীয় মা হিসেবে গ্র্যান্ডস্লাম জিতে সেটির প্রমাণও দিয়েছেন ক্লিস্টার্স। তবে দু'জনের প্রত্যাবর্তনকেই স্বাগত জানিয়েছেন সেরেনা। লড়াইটা যে এবার ভালোই জমবে তা নির্দ্বিধায় বলে দেয়া যায়। প্রত্যাবর্তন করা দুই বেলজিয়ান কি হারানো সাম্রাজ্য ফিরে পাবেন? নাকি মুকুট থাকবে সেরেনার মাথায়?

চ্যাম্পিয়ন্স লীগ হালচাল

এম ইসলাম

চ্যাম্পিয়ন্স লীগ চ্যাম্পিয়নদের আসর। ইউরোপের নামীদামী লীগের সেরা দলগুলোই এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তাই ম্যাচগুলোর মাঝে সাফল্যের সাথে আত্মমর্যাদাও জড়িত থাকে। সেকারণেই জীবন বাজি রেখে খেলে ক্লাবগুলোর খেলোয়াড়রা। তাদের চেনানোর অন্যতম ক্ষেত্রও যে এটি একটি। ছোট দলগুলোও তাই সাফল্য পেয়ে থাকে। প্রতিপক্ষের নামের বাহারে তারা তলিয়ে যায়নি। নিজেদের বিসর্জন দেয় না। নিজেদের দিনে তারাও ধরাশায়ী করতে পারে বড় কোন নামকে। এবারের আসরে ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার কথাই ধরুন না। নিজ মাঠ ন্যুক্যাম্পেই তাদেরকে হারিয়ে দিয়েছে রাশিয়ার রুবিন কাজান। অথচ তারা কিনা এবারই প্রথম ইউরোপের এই এলিট প্রতিযোগিতায় নাম লিখিয়েছে। শুধু ওই জয়টি নয়, পরের রাউন্ডে গত বুধবার সেই বার্সাকে আরেকবার রুখে দিয়েছে রুশ চ্যাম্পিয়নরা। রাশিয়ায় গিয়ে বার্সা এ রাউন্ডে না হারলেও জিততে পারেনি। সে কারণেই কাজান এখনও স্বপ্ন দেখতে পারছে অভিষেকেই নকআউটে নাম লেখানোর। আর বাদ পড়ার শংকায় থাকতে হচ্ছে বার্সাকে। চ্যাম্পিয়নদের আসরে আসলেই কেউ ফেবারিট নয়। ভেবে দেখুন, পাঁচবারের শিরোপাধারী লিভারপুল কিংবা চারবারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের কথা। দুটি দলেরই প্রায় বিদায় নিশ্চিত। কাগজ-কলমে নকআউটে ওঠার সম্ভাবনা থাকলেও সেটা অনেক যদি-কিন্তুর পর। নিজেদের সাফল্য পেলেই শুধু হবে না, শেষ রাউন্ডের দুই ম্যাচে প্রতিপক্ষের ফলাফলও তাদের অনুকূলে আসতে হবে। অর্থাৎ দুটো ভাগ্যই বায়ার্ন-লিভারপুলের প্রতি প্রসন্ন থাকতে হবে। অবশ্য ৬টি ক্লাব ইতিমধ্যেই নকআউট পর্বে উঠে গেছে। দুই ইংলিশ ক্লাব ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসি, দুই ফরাসী ক্লাব অলিম্পিক লিঁও ও বোর্দো, স্পেনের সেভিয়া এবং পর্তুগালের এফসি পোর্তো। তবে নয়বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ ও সাতবারের শিরোপাধারী এসি মিলানকেও চ্যাম্পিয়ন বার্সার মতো অপেক্ষা করতে হচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন্স লীগের গ্রুপ পর্বের খেলা সমাপ্তির পর্যায়ে। চার পর্ব শেষ। বাকি আর দুটি। অবশিষ্ট এ দুটি পর্বের আগেই অবশ্য বেশক'টি দলের ভাগ্য লেখা হয়ে গেছে।

তৃতীয় রাউন্ডের মতো চতুর্থ রাউন্ডে আকর্ষণে ছিল এসি মিলান-রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচ। কাকার সানসিরো ছেড়ে বার্নাব্যুতে আসার কারণেই শুধু এ আকর্ষণ নয়। দুটি দলের ভাণ্ডারে যে ষোলটি ইউরোপের শিরোপা– এসি মিলানের সাত আর রিয়াল মাদ্রিদের নয়টি। তবে এসি মিলান ফ্যানরা এখনও যেন কাকাভক্ত। সান সিরোয় যে তিনি উষ্ণ অভ্যর্থনাই পেয়েছেন। যদিও এসেছিলেন তাদের প্রতিপক্ষ হয়েই। তথাপিও সাবেক আইডলকে প্রাণভরা ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে কোন কৃপণতা ছিল না তাদের। অবশ্য মাঠে কোন অনুকম্পা ছিল না রিয়াল মাদ্রিদের এই ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারের জন্য। এসেছিলেন প্রতিশোধ নিতে ? পারেননি। মাঠে তিনি পায়ের তুলিতে আল্পনা এঁকেছেন ঠিকই। তাতেও রিয়ালের জেতা হয়নি। করিম বেনজামার গোলে লিড নিয়েও সানসিরো থেকে ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় নয় বারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ানদের। তার ব্রাজিলিয়ান সতীর্থ সোনালী অতীতের সন্ধানে থাকা রোনাল্ডিনহোর গোলে সমতা আনে সাতবারের চ্যাম্পিয়ন এসি মিলান। ওই ড্রয়ের ফলে গোল গড়ে মিলান শীর্ষে থাকলেও রিয়ালের সমান সাত পয়েন্ট তাদের একাউন্টে। নকআউটে ওঠার সম্ভাবনা এই গ্রুপ থেকে রয়েছে দুই দলেরই। সে কারণেই কিনা ড্র করেও খুশি ছিলেন রিয়াল ও মিলান উভয় ম্যানেজারই। 'রেফারিং নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাই না। প্রথমার্ধে আমরা ভাল খেলেছি এবং সঠিক আচরণই করেছে দল। তবে প্যাটো আমাদের জীবন কঠিন করে তুলেছিল'– রিয়াল বস পেলেগ্রিনি পেপের হাত লাগার কারণে পেনাল্টির উদাহরণ দিয়ে। তার সাথে সুর মেলান মিলান বস লিওনার্ডোও– 'প্রথমার্ধটা রিয়ালের আর দ্বিতীয়ার্ধ মিলানের।' একই গ্রুপের এই রাউন্ডের আরেক ম্যাচে ফ্রান্সের অলিম্পিক মার্শেই ৬-

১এ বিধ্বস্ত করে এফসি জুরিখকে। বিশাল এ জয়ে মার্শেইয়ের নামের পাশে ৬ পয়েন্ট। তারাও রয়েছে প্রতিযোগিতায় সমানতালে। পরের দুটি রাউন্ড পর্যন্ত এ অপেক্ষা করতে হবে এই তিন দলের কোন দুটি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও চেলসির সাথে শেষ ষোলর সাথী হবে। ওপরের দুই ইংলিশ জায়ান্টই গতকাল নকআউট নিশ্চিত করেছে। একই পথের যাত্রী হয়েছে পর্তুগালের এফসি পোর্তো ও ফ্রান্সের বোর্দোও। পরের দিন তাদের পাশে নাম লেখায় স্পেনিশ ক্লাব সেভিয়া ও ফ্রান্সের অলিম্পিক লিঁও। আর্সেনালও রয়েছে তাদের সঙ্গী হওয়ার অপেক্ষায়। এজন্য পরের দুটি ম্যাচ থেকে মাত্র একটি পয়েন্ট দরকার। না পেলেও প্রতিপক্ষের কোন হোঁচট তাদের নকআউটে তুলে দেবে।

লিভারপুলের দুঃখ বাদ দিলে চ্যাম্পিয়ন্স লীগে এবারও ইংলিশ হাসি অব্যাহত। ইংলিশ জায়ান্টদের জন্য আনন্দে সময় কাটলেও শেষ রাউন্ডে একমাত্র আর্সেনাল ছাড়া কোন দলই জিততে পারেনি। কোন দলই পুরো তিন পয়েন্ট নিতে পারেনি। তিন বারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ওল্ড্‌ট্রাফোর্ডে সিএসকেএ মস্কোর সাথে ৩-১এ পিছিয়ে পড়েও ৩-৩এ ড্র করে। সার্জিও অ্যাগুয়েরো অ্যাটলেটিকোকো লিড এনে দিলেও চেলসি দ্রগবার ডাবলে অবশ্য জয়ের পথেই হাঁটছিল। কিন্তু আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ডটি ব্লুজদের কাছ থেকে এক পয়েন্ট চুরি করে নেন ইনজুরি টাইমে নিজের ডাবল পূর্ণ করে। দ্রগবা ৬ মিনিটের ব্যবধানে (৮২ ও ৮৮ মিনিট) গোল দুটি করেন। তিন ম্যাচের ইউরোপিয়ান সাসপেনশন কাটিয়ে ফেরাটা তিনি এর চেয়ে আর কতোটা ভালভাবে উদযাপন করতে পারতেন।